যুগান্তর

তারিখ 25 DEC 2010
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হইবার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের যেই পদক্ষেপ লইয়াছে উহা প্রশংসনীয়। রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদদের সভায় ২০১১ সাল হইতে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজিতে দুইশত নম্বরের কোর্স চালু করিবার সিদ্ধান্ত হয়। বিলম্বে হইলেও মাদ্রাসা বোর্ড দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করিতে যাইতেছে, যাহা শিক্ষাঙ্গনে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হিসাবেই পরিগণিত হইবে। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হইতেছে না। ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের নির্দেশিকায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, অর্থনীতি, উইম্যান এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ এবং ভাষাতত্ত্ব ও লোকপ্রশাসন বিভাগ অনুরূপ শর্ত আরোপ করে। তাহা ছাড়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে ভর্তির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে দুইশত নম্বরের শর্ত দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার ক্ষেত্রে বিঘ্নকারী শর্ত আরোপ করিবার ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা উচ্চ আদালতে মামলা-মোকদ্দমাসহ ক্যাম্পাসে আন্দোলন, ভাংচুর ও ধর্মঘট পর্যন্ত করিয়াছে। এমতাবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সামনে দ্বিতীয় কোন বিকল্প ছিল না বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। দেশে তো বটেই, প্রতিবেশী দেশেও মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ ও সময়োপযোগী করিবার ব্যাপারে দাবি দীর্ঘদিনের। প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এই ক্ষেত্রে আগাইয়া গিয়াছে অনেকাংশে। পাকিস্তানেও মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম চলিতেছে জোরেশোরে। এক্ষণে আবার সকল শিক্ষা বোর্ডে প্রচলিত হইতে যাইতেছে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম। মূলত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সুষম, পরিকল্পিত, গঠনমূলক, যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা না গেলে দেশের শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান বিশৃংখলা অপসৃত হইবে না। শুধু বাংলা ও ইংরেজিতে দুইশত নম্বরের কোর্স চালু করাই মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের জন্য যথেষ্ট নহে। বরং এবতেদায়ি বা প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই শুরু করিতে হইবে সংস্কার কার্যক্রম। সংস্কৃত টোল এবং বৌদ্ধধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। মোটকথা শিক্ষাকে হইতে হইবে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। এইক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব ও কালক্ষেপণের অবকাশ নাই। পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রবণতা কমিলেও শিক্ষাঙ্গনে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থা, দলীয়করণ সমানভাবেই চলিতেছে। শিক্ষা খাতে প্রতি বৎসরের জাতীয় বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ থাকিলেও, এই খাতের অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নহে। দাখিল এবং আলিমে বাংলা ও ইংরেজিতে নম্বর বৃদ্ধির পাশাপাশি মানের প্রতি নজরদারিও জোরদার করা প্রয়োজন।